ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# বরিশাল বিভাগে ৩৬৬টি শিক্ষকের পদ শূন

॥ বরিশাল অফিস ॥

প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে যথার্থ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এ বিভাগের হাজার হাজার শিক্ষার্থী। দীর্ঘদিন ধরে বিভাগের বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেশ কিছু প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বিভাগের ৬ জেলার সরকারী প্রাথমিক

## প্রধান শিক্ষক নেই ৯০টি স্কুলে

বিদ্যালয়ে ৩শ' ৬টি সহকারী শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। ৯০টি স্কুলের কার্যক্রম চলছে প্রধান শিক্ষক ছাড়া। ফলে ঐ স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটছে। পাশাপাশি প্রধান শিক্ষক না থাকায় স্কুলের প্রশাসনিক কাজকর্মে দেখা দিচ্ছে স্থবিরতা। ৪০ জন শিক্ষার্থীর অনুকূলে একজন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে ৬০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন শিক্ষক পাঠ দান

জানা গেছে, এ বিভাগের ৬ জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৩ হাজার ৩০৯।

ঐ সকল স্কুলে সহকারী শিক্ষকের ১১ হাজার ৯শ' পদের মধ্যে খালি রয়েছে ৩শ' ৯টি। প্রধান শিক্ষকের ৩ হাজার ৩শ' ৬টি



পদের মধ্যে খালি রয়েছে ৯০টি। ঐ সকল স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৭ লাখ। বরিশাল জেলার ১০ থানায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৯৫৪টি। ২ লাখ ১ হাজার ৪৯৩ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে

শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকসহ পদ র
হাজার ৫শ' ৪৩টি। ১৬৭টি পদ
ধরে খালি। ঝালকাঠীর ৪ থানার
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী রয়েছে ৫০ হাজ
৪৭ জন। এখানে শিক্ষক ও প্রধান শি
পদ রয়েছে ১ হাজার ৫৭৬টি। শূন
১০টি পদ।

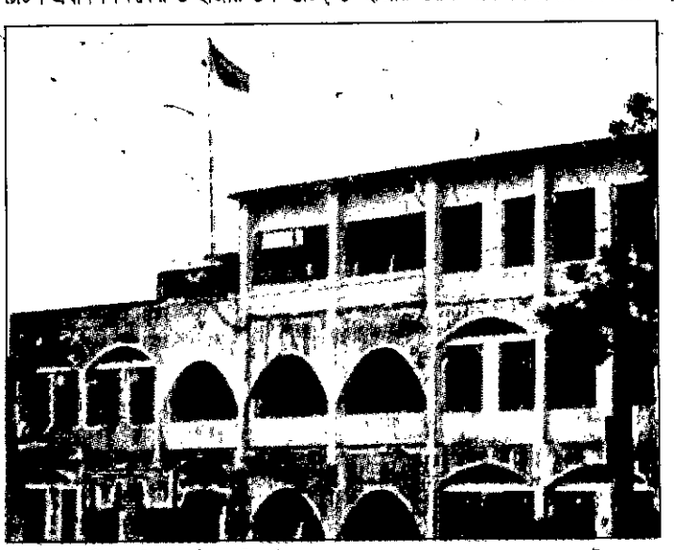

পটুয়াখালীর ৫টি থানায়
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী রয়েছে ৯ লাখ
২৯৯টি। শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষ
রয়েছে ২ হাজার ৭৬৯টি। ৯
দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। পিরোজপুর
৬০৬টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী রয়ে
হাজার ২৯৯ জন।

শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের প
২ হাজার ৫৬৭টি। শূন্য রয়েছে ৬
ভোলা জেলার ৪২৪টি স্কুলে শিক্ষার্থী
১ লাখ ২০ হাজার ৪২৪ জন।
৯৯টি শিক্ষকের পদ রয়েছে। এ
২৭টি পদ শূন্য। বরগুনা জেলার
বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী রয়েছে ৬৬ হাজ
জন। এর বিপরীতে ১ হাজার
শিক্ষকের পদ থাকলেও শূন্য রয়ে
পদ। কিছুদিনের মধ্যে অবসরে
আরো দু'শ' শিক্ষক। ফলে শিক্ষ
আরো বৃদ্ধি পাবে। প্রয়োজনীয় শি